শরিয়তী আইন অনুযায়ী মুসলিম উত্তরাধিকার

সাধারণভাবে সম্পত্তির উপর অধিকারের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের সমান অধিকার পান না। মুসলিম সম্পত্তির উপর অধিকার নিম্নলিখিতভাবে বন্টিত হয়।

(১) এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সম পরিমাণ হবে ।

(২) শুধু কন্যা (একাধিক) থাকলে তারা পিতার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে ।

(৩) একমাত্র কন্যা পিতার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে ।

(৪) মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকলে, এবং ভাইবোনও না থাকলে, তার মাতা পাবেন এক-ষষ্ঠাংশ এবং বাকি অংশ পাবেন পিতা ।

(৫) সন্তান থাকলে, মাতা-পিতা পাবেন এক-ষষ্ঠাংশ ।

(৬) মৃত স্ত্রীর যদি সন্তান না থাকে তবে স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে ।

(৭) মৃত স্বামীর যদি সন্তান না থাকে, তবে স্ত্রী তার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে ।

(৮) যে কোনো মৃত ব্যক্তির যদি শুধু এক ভাই বা বোন ছাড়া বাবা, ঠাকুরদা, সন্তান, নাতি কেউ না থাকে, তবে ভাই বা বোন এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তি পাবে।

(৯) একাধিক ভাই বোন থাকলে নারী-পুরুষ ভেদ না করে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সমান ভাবে ভাগ করা হবে। [৮ ও ৯-এর ক্ষেত্রে — ইহা মৃত ব্যক্তি ও তার ভাই বোন একই মায়ের সন্তান কিন্তু তাদের পিতা আলাদা সেক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য।]

(১০) মৃত পুরুষের নিজের বা সৎ বোন অর্ধেক সম্পত্তি পাবে । একাধিক বোন থাকলে সকলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

(১১) মৃত নারীর শুধু নিজের বা সৎ ভাই থাকলে (বোন না) সেই ভাই তার পুরো সম্পত্তির মালিক হবে। অছিয়ত বা শেষ উইল, তার ঋণ পরিশোধ করার পর বন্টন হবে ।

'যে মুসলমানের অছিয়ত করার মত কিছু আছে, উইল না লিখে তার দুটো রাতও কাটানো উচিত নয়'।